মেঘদূত।

(কাব্যানুবাদ।)

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।
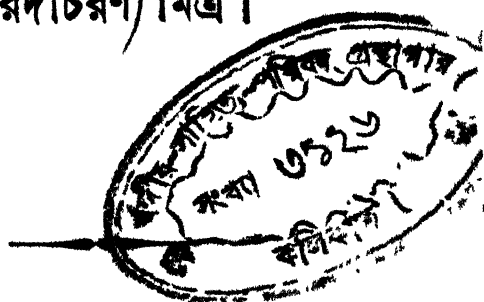
কলিকাতা।

২৯, বিডন ষ্ট্রীট্ "এলেম প্রেসে" বেচুলাল গুপ্ত
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট্,
এস্, কে, লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

মেঘদূতের কাব্যানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে "নব্য-ভারতে" প্রকাশ হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের সানুগ্রহ অনুমত্যানুসারে তাহা বর্ত্তমান পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। অনেক স্থলে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। মূলেরও দুই এক স্থান নব্য-রুচি-বিরুদ্ধতা-বশতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

নিম্নলিখিত শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুগণ মুদ্রালিপি সংশোধনে বাধিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ,

শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায়

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এ,

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, মহাশয় হস্তাক্ষরলিপি দেখিয়া পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক সুপরামর্শ দিয়াছেন।

মেঘের গমনপথ দেখাইয়া তাৎকালিক ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র দিয়াছি। আশা করি, তাহাতে বর্ণিত বিষয় বুঝিতে পাঠকের সুবিধা হইবে।

কটক
২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ } শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই,

পূজ্যপাদেষু।

আর্য্য,

সংস্কৃত-সাহিত্যে মেঘদূত আপনার প্রিয় কাব্য। রাজকীয়কার্য্যানুরোধে ময়মনসিংহে একত্রাবস্থানকালে, আমার মুখে মেঘদূত আবৃত্তি শুনিতে আপনি ভাল বাসিতেন। বিরহাবস্থায় যক্ষবনিতা "মলিনবসনা" ছিলেন। মলিন হইলেও সে বস্ত্র রত্নখচিত, মহামূল্য। দেশকালভেদে, বাঙ্গালীর শাড়ী পরাইয়া, আপনার নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিলাম। এ অকিঞ্চিৎকর সাজে, সেই প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রা, ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠা, আলুলায়িতকুন্তলা বিরহিণীকে চিনিতে পারিবেন কি?

কটক
বসন্ত পঞ্চমী, ১২৯৯

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সূচনা।

১

পুণ্য-স্মৃতি বিক্রমের গৌরব-মুকুটে
পদ্মরাগমণি তুমি, হে অমর কবি,
বাসন্তী উষার চারু জ্যোতিঃ তায় ফুটে,—
কল্পনা-ত্রিদিবে জাগে সুষমার ছবি!

২

স্ফটিক-অলকা-কোলে মণি-গৃহ-মাঝে,
ওই যে বিদগ্ধ-প্রাণা যক্ষের রমণী,
ঢেকেছে লাবণ্য-রাশি বিরহের সাজে,
নিদাঘে কুসুম-প্রায় মলিন-বরণী;
পতি তার ওই দূর ভূধর-আবাসে,
প্রভু-শাপে বহে হৃদে গুরুভার ব্যথা,
কাতরে যাতনা বলি জলধর-পাশে,
যাচে তায় বনিতায় লইতে বারতা;
দুদিকে প্রেমের ছবি, আকুলি বিকুলি,—
পুরুষের বেদনায় প্রগল্ভ উচ্ছ্বাস,
রমণী নীরবে ধরে বুকে ব্যথা-গুলি,—
বিবর্ণ অধর চারু, মরম-নিশ্বাস!

অন্তরিত তনু দুটি; কিন্তু দুটি মন,
অতিক্রমি বাধা, বিঘ্ন, গিরি, বন, নদী,
হইয়াছে আঁখিনীরে সুদূরে মিলন,
স্বপ্ন-আলিঙ্গনে বাঁধা আছে নিরবধি।
প্রাবৃটে প্রকৃতি সহে বিরহ-বেদনা,
কিবা কথা মর-ধামে যাহাদের বাস,—
হৃদি-ভাঙা ব্যথা-রূপে তড়িৎ, দেখনা,
ভরেছে ধরণী-প্রাণ, ভরেছে আকাশ;
অসহ্য বাসনা যবে মিলনের তরে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে যেন ভাঙে ভাঙে বুক,
দূরতার অন্তরায় অতিক্রম করে,
বিদ্যুৎ-চমকে চুমে এ উহার মুখ।
বিরহের চির-নব এ পুরাণ কথা
গাহিলে, হে কবিবর, পিকবর-প্রায়,
ঢালে সে ঝঙ্কারে যথা পরাণের ব্যথা,
ঢালিলে বিষাদ-গান মধুর ভাষায়।

৩

বিরহ কি শুধু ব্যথা,—কেবলি বেদন?—
না, না, কবি, তুমিই ত দিয়াছ বলিয়া,
শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ-স্বপন,—
জাগে রতি-পতি বল দ্বিগুণ লভিয়া;

সে নহে ত তাপ, সে যে রবির কিরণ,
  সে নহে ত অশ্রু, সে যে বরষার ধারা,
উষ্ণশ্বাস নহে, সে যে বসন্ত-পবন,—
  বাড়ে তায় গোড়া বাঁধি প্রণয়ের চারা।
বেদনা ত বটে তায়,—কিন্তু কি মধুর!—
  অন্ধকারে চামেলির সৌরভ যেমতি
নিশীথ-সমীরে কিম্বা বাঁশরীর সুর,
  পরাণ আকুল করে,—বিরহে তেমতি!

৪

কাঁদিছ কি যক্ষ-বালা,—কেঁদনা, কেঁদনা,
ভাল কি বাস না তুমি বিচ্ছেদ-বেদনা?
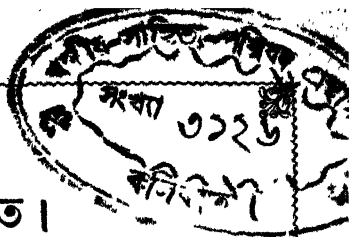
মেঘদূত।

বর্ণিত যক্ষ কুবেরের উদ্যান-রক্ষক ছিল। স্বকার্য্যে অসাবধান থাকা হেতু, ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের শাপদানে তাহাকে অলকা ও বনিতা-সন্নিধান হইতে বৎসরেকের জন্য নির্ব্বাসিত করেন। মধ্য-ভারতে রামগিরি নামক পর্ব্বতের পাদদেশে কষ্টে আট মাস কাটাইয়া, বর্ষাগমে গিরি-শিখরে মেঘ দর্শনে দ্বিগুনিত চিত্ত-চাঞ্চল্যের বিহ্বলতায়, সে মেঘকে নিজবার্ত্তা প্রিয়ার নিকট লইতে কাতরে অনুরোধ করিয়াছিল।

পূর্ব্বমেঘ।

১

জানকীর স্নানে যেথা পুণ্যবারি
নদী লুটে রামগিরির পায়,
বিরাজে আশ্রম তীরেতে তাহারি,
ঘন নমেরুর শীতল ছায়;
থাকে তথা যক্ষ;—কর্ত্তব্য-হেলায়
প্রভু দিলা তারে কঠোর শাপ,—
হারায়ে গৌরব সহিতে সেথায়
বরষেক প্রিয়া-বিরহ তাপ।

২

খসিয়াছে হাতে কনক-বলয়,
শুকায়েছে তনু মরম-দুঃখে,
প্রিয়া-অদর্শনে মাস কতিপয়
যাপি হেন, লয়ে যাতনা বুকে,
আষাঢ়-প্রথমে ভুধর-শিখরে
নেহারিলা নব-জলদ-লীলা,
যেন বা কুঞ্জর হরষের ভরে
গিরিবর সনে করিছে খেলা।*

৩

মদন-সহায় মেঘ দরশনে
ব্যাকুল পরাণ বনিতা তরে,
বিষাদে, সলিল-স্তম্ভিত-নয়নে
চাহিল ক্ষণেক তাহার 'পরে;
উদিলে জলদ, প্রিয়ে বুকে লয়ে
তবুও পিয়াসা মিটেনা প্রাণে,
দূরে থাকি কি যে যাতনা হৃদয়ে,
যে বিরহে দহে সেই সে জানে।

*পর্ব্বতে দন্তাঘাত করিয়া হস্তী যে ক্রীড়া করে তাহাকে বপ্র ক্রীড়া বলে।

৪

বাঁচাইতে সতী-দয়িতা-জীবন,
পাঠায়ে আপন কুশল-বাণী
জলধর-যোগে, করিল মনন,
কাতর-পরাণী প্রিয়ারে জানি;
পর্ব্বত-মল্লিকা যতনে তুলিল,
যতনেতে অর্ঘ্য রচিল তায়,
পূজিয়া সবিধি, মেঘে সম্ভাষিল
সাদর-সম্মানে প্রীতি কথায়।

৫

ধূম জ্যোতিঃ বায়ু সলিলে গঠন
অচেতন মেঘ সাধে কেমনে
বার্ত্তাবহ-কার্য্য, যাহে প্রয়োজন
সক্ষম নিপুণ জীবিত জনে,—
না ভাবি তা মনে প্রাণের উচ্ছাসে,
জলধরে যক্ষ কহিল কথা;—
বিচ্ছেদ-উন্মাদে প্রেমিক সকাশে
সজীব-নির্জীব বিচার কোথা?

৬

"ভুবন-বিদিত আবর্ত্ত পুষ্কর,*
জনম তোমার কুলেতে সেই,
ইচ্ছা-তনু তুমি ইন্দ্র-সহচর,
মাগিতেছি ভিক্ষা কাতরে তেঁই ;—
মহতের কাছে করিয়া প্রার্থনা,
অপূর্ণ লালসা, কি লাজ তাতে,
হইলেও যেন সফল বাসনা
নাহি যাচি কভু অধম-হাতে।

৭

"ছেড়ে প্রাণসখি, ধনপতিশাপে,
এ অভাগা হেথা পড়িয়া আছে,
তুমি গো শরণ তাপিতের তাপে,—
লও মোর বার্ত্তা প্রিয়ার কাছে ;
ধনেশ-ভবন যাও অলকায়,
উপবনে যার হরের বাস,
স্নাত শির-শশী-কিরণ ছটায়
যার হর্ম্ম্য-রাজি বিমল-ভাস।

*পুষ্করাবর্ত্তক, মেঘসমূহের শ্রেষ্ঠ বংশ।

৮

"আরোহিলে তুমি আকাশের পথে,
  প্রিয়-আগমন-আশায় কত,
সরায়ে কুন্তল নয়ন হইতে,
  হেরিবে তোমায় যুবতী শত ;—*
তব আগমনে কে না আসি মিশে
  বিরহ-বিধুরা বনিতা পাশ ?—
ব্যতীত সেজন, দগ্ধ-বিধি-বশে
  আমার মত যে পরের দাস।

৯

"ধীর সমীরণ সুস্বনে বহিবে
  অনুকুল-পথে তোমার সনে,
গর্ব্বিত চাতক মধুর গাহিবে
  তব বাম ভাগে পুলক-মনে,
বলাকা-দম্পতি উল্লাসে স্মরিয়া,
  তব আগমনে, মিলন-সুখে,
তুষিবে তোমায়, আদর করিয়া
  গাঁথি শ্বেত-মালা তোমার বুকে।

*বর্ষারম্ভে প্রবাসীরা গৃহে ফিরিয়া আসে, এই প্রবাদ। উত্তর মেঘের ৩৮ শ্লোক দেখ।

১০

"ভ্রাতা বধূ তব এখনো জীবিতা,
ধরে আছে প্রাণ মিলন-আশে,
গণিতেছে দিন সাধ্বী পতিরতা,—
দেখ গিয়ে, ভাই, কি দুঃখে ভাসে!
কুসুম-পল্লব রমনী-হৃদয়,
বিরহ-তাড়নে পড়িত ঝরে',
আশা-বৃন্ত যদি জড়ায়ে তাহায়
না রাখিত বাঁধি যতন করে।

১১

"শিলীন্ধ্র* জনমি যে মৃদু মন্দ্রনে
জানায় ধরণী সুফলা হবে,
শুনি সে গরজে মানস-গমনে
হইবে উৎসুক মরাল সবে;
ছিঁড়িয়া মৃণাল-মৃদু-কিশলয়ে,
লইবে পাথেয় আকাশ-পথে,
উড়িবে ঘেরিয়া, সুসহায় হয়ে,
কৈলাস অবধি তোমার সাথে।

*সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে। সে কালে বিশ্বাস ছিল যে ইহা অধিক জন্মিলে পৃথিবী শস্য শালিনী হয়। বর্ষায় রাজহংসগণ নিজভূমি ত্যাগ করিয়া মানস সরোবরে যায়, এই প্রবাদ।

১২

"গমন-সময়ে, তোষ আলিঙ্গনে
তুঙ্গ ঐ গিরি* সুষমাধার,
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত রাঘব-চরণে
অঙ্কিত পবিত্র মেখলা যার ;
প্রিয় সখা তব ঐ গিরিবর,
বরষায় দেখা বরষ পরে,
চির-অদর্শনে ব্যাকুল অন্তর,
তাই স্নেহে তার নয়ন ঝরে।

১৩

"কহি শুন, আগে, যাইবে যে পথে
এখান হইতে অলকা-পুরী,
বারতা আমার কহিব পশ্চাতে
শুনিও যতনে শ্রবণ ভরি ;
পথ-শ্রমে ক্লান্ত হলে, জলধর,
লভিও বিশ্রাম শিখরি-শিরে,
গমনের ক্লেশে ক্ষীণ-কলেবর
হলে, পিও লঘু ঝরিণী-নীরে।

*চিত্রকূট পর্ব্বত।

১৪

"ত্যজি এ সরস বেতসের বন,
উঠিয়া উত্তরে এখান হতে,
যাও দিগ্‌গজের* করিয়া হরণ
স্থূল-শুণ্ড-গর্ব্ব, বিমান-পথে ;
'গিরি-শৃঙ্গ কিবা উড়িছে পবনে !'—
ভাবিয়া মনেতে বিস্ময়ে ভুলি,
মুগ্ধ সিদ্ধ-নারী চকিত নয়নে
হেরিবে তোমায় বদন তুলি।

১৫

"রতন-প্রভার মিশ্রনে গঠন
ওই যে ভাতিছে বাসব-ধনুঃ
বাল্মীক-অগ্রেতে, নয়ন-রঞ্জন,
সাজায়ে তোমার সুশ্যাম তনু,—
মরি, কি অতুল সুষমা তাহায়,
উজ্জল ময়ূর-পুচ্ছেতে যথা
সাজাইয়া চূড়া শোভে শ্যামরায়,
রাখালের বেশ, রাখাল-প্রথা !

*দিঙ্‌নাগ নামে কোন পণ্ডিত কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। টীকাকার বলেন যে তাঁহার উপর শ্লেষ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

১৬

"জানি কৃষি-ফল অধীন তোমারি,
সরল নয়নে হরষ-ভরা
নেহারিবে তোমা জনপদ-নারী,—
ভুরুর বিলাস জানেনা তারা!
সুরভিত-ভূমি সদ্য করষণে
উঠি মাল-ক্ষেত্রে,* বরষ তায়;
উত্তরেতে, পরে, ত্বরিত-গমনে
যাও পুনঃ, হয়ে সুলঘু কায়।

১৭

"তব জলধারে শান্ত দাবানল,
তাই আম্রকুট যতন করি
পথ-শ্রমে তব শরীর বিকল
রাখিবে নিশ্চয় মাথায় ধরি;
ক্ষুদ্রও বিমুখ না হয় সর্ব্বথা,
পূর্ব্ব উপকার জাগায়ে বুকে,
স্থান দিতে মিত্রে,—তার কিবা কথা
যার উচ্চশির গগনে ঠেকে?

*উচ্চ ভূমি। ইংরাজিতে plateau বলে।

১৮

"সহকার-বনে ঢাকা গিরিবর,
পরিণত-ফলে উজল কায়,
চিকুর-চিকন তুমি শিরোপর,—
অপরূপ শোভা হইবে তায়!
প্রেমালাপে রত দূর-ব্যোম-চর
দেখাবে অমরী-অমর-চোকে
যেন নীল-শেষ কনকের থর
পীন পয়োধর ধরণী-বুকে!

১৯

"বনচর-বধু-বিলাস-কাননে
লভিয়া বিশ্রাম ক্ষণেক তরে,—
লঘু-কায় এবে আসার-বর্ষণে,—
যাও ছাড়ি গিরি বেগের ভরে;
যাও যথা রেবা* শিলার বিভঙ্গে
বিন্ধ্য-পাদ-মুলে ঢালিছে কায়,
রহিয়াছে যেন কুঞ্জরের অঙ্গে
বিভূতির রেখা-রচনা প্রায়।

*রেবার অন্য নাম নর্ম্মদা।

২০

"গজ-মদে তিক্ত সলিল তাহার,
  কষায়, প্রক্ষালি জামের বন,
তুমি লঘু এবে উগারি আসার,
  পান করি তায় কর গমন ;
হলে হেন মতে দেহ গুরু-ভার,
  বায়ু পরাজয় মানিবে বলে ;*—
গৌরব তাহারি পূর্ণতা যাহার,
  রিক্তে লঘু জ্ঞান এ ধরাতলে।

২১

"অর্দ্ধ-বিকশিত কদমের ফুলে
  হরিত কপিশ কেশর দেখি,
ভূমি-কদলীর নবীন মুকুলে
  তটিনীর কুলে সুখেতে ভখি,
নব-জল-সেকে অতি সুরভিত
  পাইয়া কাননে ভূমির ঘ্রাণ,
তব আগমন-পথ সুনিশ্চিত
  জানিবে কুরঙ্গ পুলক-প্রাণ।

*বৈদ্যশাস্ত্রমতে বমনের পর তিক্ত ও কষায় জলপান করিলে বায়ু-রোগ হয় না। এখানে বায়ু, পবন ও শরীরস্থ বায়ু এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত। বৃষ্টি উদ্গীরণ মেঘের পক্ষে বমন।

২২

"সিদ্ধ-দম্পতি হেরিবে কেমন
চাতক চতুর গ্রহয়ে জল;
আঙুলে দেখায়ে করিবে গণন
সারি সারি সারি বলাকা দল;
দুরু দুরু হিয়া গুরু গরজনে,
চমকে থমকে এ ওরে বুকে
বাঁধিবে সহসা গাঢ় আলিঙ্গনে,
হয়ে চেত হারা আবেশ-সুখে!

২৩

"যদিও জানি গো মম প্রিয়াতরে
করিবে গমন বেগেতে অতি,
কুসুম-বাসিত শিখরে শিখরে,
শঙ্কা মনে, তবু করিবে স্থিতি;
মিনতি আমার, সাদর সম্ভাষ
শিখীর কেকায় গ্রহণ করি,
যেও আশুগতি বিরহিনী-পাশ,—
সে যে আছে মাত্র জীবন ধরি!

২৪

"দশার্ণ-প্রদেশে, তব আগমনে,
ধরিবে সরসী মরাল-শোভা,
অযুত কেতকী নিকুঞ্জ-বেষ্টনে
ফুটিয়া ছড়াবে কনক-আভা,
কুলায়ের তরে বিহঙ্গম-গণ
পীড়িবে গ্রামের পাদপবর,
পরিণত ফলে শ্যাম জম্বু-বন
মাখিবে নীলিমা কোমল-তর।

২৫

" বিদিশা-নগরী ভুবনে বিদিত
রাজধানী তার ; পশিয়া তথা,
বেত্রবতী-তীরে গর্জ্জি সুললিত
জুড়াও প্রাণের প্রণয়-ব্যথা ;—
তরঙ্গে, ভ্রূভঙ্গ-কুটিলা কামিনী,
সলিলে রমনী অধর প্রায়
মধুরতা ধরে, সে চারু তটিনী,—
মিটাও পিয়াষা চুমিয়া তায়।

২৬

“নীচ-গিরিপর সুষমা-আধার
  কর শ্রম দূর রাখিয়া কায়,
ফুটিবে হরষে, পরশে তোমার,
  বিকচ কদম্বে রোমাঞ্চ তায় ;
পাদমূলে তার বিজন কন্দরে,
  ছাড়ি ঘর গুরু-জনের ভয়ে,
প্রমত্ত-যৌবন প্রেমিক বিহরে
  নিশীথ-আঁধারে প্রমদা লয়ে’।

২৭

“যাও পরে, সখে, নগনদী-কূলে,
  কুসুম-কানন যথায় রাজে,
নব-জল-সেকে মালতী-মুকুলে
  কর হাসি-মুখ পাতার মাঝে ;
পরশ ছায়ায় রমণী-আননে,
  আসিয়াছে তারা তুলিতে ফুল,
স্বেদবারি-বিন্দু পুঁছিতে বদনে
  শুকায়েছে, মরি, কমল-দুল।

২৮

"উত্তরে যাইতে উজ্জয়িনী পুরী
বক্রপথে যদি, জলদ বর,
তথাপি তাহার উচ্চ-হর্ম্ম্য সারি
না দেখে যেওনা, বচন ধর ;
বৃথা আঁখি, যদি না দেখ সেথায়
যুবতীর ভীত-নয়ন-কোলে
চকিত কটাক্ষ, যবে তব গায়
তীব্র-স্ফুরণে দামিনী খেলে !

২৯

নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী শোভা বিথারিয়া,
তব প্রেম-আশে, পথেতে রাজে,
মরাল-মেখলা, তরঙ্গে ঢলিয়া,
প্রেম-বারি-দান আদরে যাচে,
চলেছে আবর্ত্ত-সুনাভি দেখায়ে
হেলিয়া দুলিয়া উপল-গায়,
বিলাস ইঙ্গিতে প্রণয় জানায়ে,—
চতুরা রমণী !—নীরবতায়।

৩০

“দেখ সিন্ধুনদী, তব অদর্শনে,
শীর্ণ জলে যেন লম্বিত বেণী,
তট-তরু-চ্যুত জীর্ণ পত্র গণে
পাণ্ডুবর্ণ আহা বদন খানি!
তোমারি কারণে এ বিরহ দশা,—
অহো কি সৌভাগ্য জলদ, তব!
অন্তরের তার মিটাও পিপাসা,
মালিন্য, কৃশতা, ঘুচায়ে সব।

৩১

“প্রবেশি অবন্তী, যথা বৃদ্ধগণ
বৎসরাজ-কথা জানে সকলে,
বিশালা-নগরী করহে গমন
অতুল সম্পদে জগতী-তলে;—
ফুরাইলে প্রায় স্বর্গে পুণ্য-ফল
ফিরে আসাকালে মরত, পরি,
শেষ পুণ্যে সাধু যেন বা উজল
ত্রিদিবের খণ্ড এনেছে হরি!

৩২

"সানন্দ-কাকলি সারস-কূজন
করি পুষ্টতর মধুরতায়,
ঊষার প্রফুল্ল কমল-কানন
চুমি মৃদুশ্বাসে সুরভি-কায়,
রমণীর তনু জড়ায়ে আদরে,
সুখ শিপ্রা-বাত খেলিছে যথা,—
যেন প্রিয়তম সোহাগের ভরে!—
নিবারিয়ে নিশি জাগার ব্যথা।

৩৩

বাতায়ন-স্রুত কুন্তল-রচন*
ধূমে পুষ্ট করি কৃশিত দেহে,
পোষা ময়ূরের হরষ-নর্ত্তন—
(প্রীতি-উপহার)—গ্রহিয়া স্নেহে,
শ্রম-দূর তরে গৃহ-চূড়ে পশে,'
ফুল-বাসে ভরা নেহার ঘরে
রাঙা দাগ চারু-চরণ-পরশে,—
দেখ কি সৌভাগ্য উজ্জীন ধরে।

* চুল কোঁকড়াইবার ও তাহার শোভা বৃদ্ধির জন্য, সে কালের রমণীরা এক প্রকার সুগন্ধ ধূম চুলে লাগাইতেন।

৩৪

"চণ্ডীশ্বর*-ধাম পবিত্র মন্দির
যাও, তার পর, হরষ-মন,
হর-কণ্ঠ-নীল তোমার শরীর
হেরিবে সাদরে প্রমথ-গণ;
যেথা, কেলিরত গন্ধবতী†-জলে
যুবতী অঙ্গের সৌরভ হরি,
বহে বায়, লুটি পদ্ম-পরিমলে,
উদ্যান-লতায় কাঁপায়ে ধীরি।

৩৫

"যাবত না ভানু ছাড়ায়ে নয়ন
অস্তগিরি পাশে লুকায়ে যায়,
সেকাল অবধি রহিও, হে ঘন,
মহাকাল* ধামে, কহি তোমায়;
সন্ধ্যা-পূজা-কালে দেব পিনাকীর
সুমন্দ মন্দ্রণে দামামা-ধ্বনি
করি, ধন্য করো গর্জ্জন গভীর,
কৃত-কৃতার্থ আপনা গণি।

*উজ্জয়িনীতে চণ্ডীশ্বর বা মহাকাল নামে মহাদেবের মন্দির ছিল।
†উজ্জয়িনীস্থ কোন ক্ষুদ্র নদী।

৩৬

"লীলা-রাগ-রঙ্গে চরণ-ক্ষেপণে
নিতম্বে শিঞ্জিত রসনা-ভার,
মণিময়-দণ্ড চামর চালনে
উপজিত শ্রম বাহুলতার,—
বারনারী-গণ শ্রম-খেদ-হারী
নব জল-কণা তোমার পেয়ে,
ভ্রমরের শ্রেণী কটাক্ষে বিথারি,
হানিবে অপাঙ্গ তোমায় চেয়ে।

৩৭

"উচ্চ-শাখা-তরু কানন ছাইয়ে
মণ্ডল-আকারে ছড়ায়ে কায়,
সান্ধ্য নব-জবা-কিরণ মাখিয়ে
রুধিরার্দ্র গজ-অজিন-প্রায়
ভাতিলে, জলদ, বিরাট নটনে
গণিবেন শূলী ভ্রমেতে তোমা
গজাসুর চর্ম্ম;*—প্রসন্ন নয়নে
দেখিবেন তব ভকতি উমা।

*গজাসুরকে বধ করিয়া, মহাদেব তাহার চর্ম্মে আবৃত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। সান্ধ্যাকাশে রক্তাভ মেঘের সহিত শোনিতার্দ্র গজ চর্ম্মের, ও নিম্নস্থ তরুরাজির সহিত পদাদি হইতে বিচ্ছিন্ন লম্বমান চর্ম্মের, তুলনা।

৩৮

“নিশিতে যখন প্রেম-উন্মাদিনী
যেতেছে রমণী প্রিয়ের পাশে,
ধরণীর মুখ ঢেকেছে যামিনী
সূচি-ভেদ্য ঘোর তিমির-বাসে,
নিকষে কনক-রেখার মতন
মৃদু দামিনীতে দেখায়ো ধরা,
ঢেলোনাক বারি, করোনা গর্জ্জন,—
তারা যে অবলা, ভয়ে কাতরা!

৩৯

“ভবন-শিখরে, ঘুমায় যেথায়
কপোত কপোতী মুখেতে মুখে,
যাপিও যামিনী, বিলাস-খেলায়
ক্ষীণ ক্ষণ-প্রভা ধরিয়ে বুকে;
প্রভাত-গগনে উদিলে তপন,
শেষ পথ টুকু গমন কর,—
নাহি অবহেলে, বিলম্বে, কখন
সুহৃদের কাযে সুহৃদ-বর।

৪০

"প্রণয়ী তখন নয়নের বারি
মুছে খণ্ডিতার* আদরে কত,
বলিতেছি, তাই, সাবধান করি,
ছেড়ে দিও ত্বরা রবির পথ ;—
এসেছে মুছাতে নলিনী-নয়নে
নীহারাশ্রুভার—প্রেমের দায় !—
কনক আঙুলে পরশি যতনে ;—
রুষিবে প্রচণ্ড রোধিলে তায়।

৪১

"গম্ভীরার সনে মিলনে বিমুখ ?—
সে যে বাসে ভাল, দেখনা চেয়ে,
তব নীল ছবি ভরা তার বুক,—
শান্ত-স্বচ্ছ-হৃদি সরলা মেয়ে !
সরমে শফরী-চঞ্চল-নয়নে
সঘন কটাক্ষে তোমায় দেখে,
ধৈরয ধরিবে, বলনা কেমনে,
কোন প্রাণে তায় ছলিবে, সখে !

* নায়কের অন্য-সঙ্গমে ঈর্ষ্যান্বিতা নায়িকা।

৪২

"তাহার সুনীল সলিল-অম্বরে
হরিয়ে উলঙ্গি জঘন-তটে,—
(সামালে সে তীর-বেতসের করে,
রমণীর লাজ এমনি বটে !)—
রস-ভরে ভোর, কেমনে গমন
করিবে, মনেতে এ ভয় বাসি,
ত্যজে সে কেমনে, মজেছে যে জন,
বিজনে নগন রূপের রাশি ?

৪৩

"নব-জল-সিক্ত ধরার আঘ্রাণে
শীতল অনিল সৌরভ-মাখা
দেব-গিরি-পথে তোমার প্রয়াণে
মৃদুল ব্যজনে করিবে পাখা ;
নাসা ভরি পিয়ে যে বায়ু, হরষে
নিনাদে কুঞ্জর ঘন গভীর,
উডুম্বর-বন যে বায়ু পরশে
পরিণত-ফলে নমিত-শির।

৪৪

“স্কন্দের নিবাস দেবগিরি-শিরে ;—
ধরিয়া সুন্দর কুসুম-কায়,
আর্দ্র প্রসূন মন্দাকিনী-নীরে
বরষিয়া স্নান করায়ো তাঁয়।
প্রতাপ তাঁহার জিনিয়া তপন,
মহাদেব-তেজে জনম তাঁর
বহ্নির মুখেতে, ইন্দ্র-সেনাগণ
রক্ষিতে, হরিতে অসুর-ভার।

৪৫

“জ্যোতিঃ-থর-চারু পাখন যাহার
খসিলে, জননী-স্নেহেতে তুলি,
করেন ভবানী কাণে অলঙ্কার
কুবলয়-দল-তুলেরে ভুলি,
আরো শুক্লতর সাদা আঁখি যার
হর-শির-শশী-কিরণ-মালে,
নগ-প্রতিহত গরজে তোমার,
সে কুমার-শিখী নাচিবে তালে।

৪৬

"সিদ্ধ-দম্পতি এসেছিল যারা
বীণার বাদনে পূজিতে দেবে,
তন্ত্রী ভেজে পাছে বলিয়া তাহারা
ছাড়ি তব পথ চলিয়া যাবে ;—
অর্চ্চি তাঁরে, যাও যথা চর্ম্মণ্বতী,*
যজ্ঞ-ধেনু-লোহে জনমি, রাজে,
রন্তি-দেব-কীর্ত্তি যেন মুর্ত্তিমতী
প্রবাহিনী-রূপে অবনী-মাঝে।

৪৭

"তদুপরি বারি-গ্রহণকারণে,
শ্যাম-নীল-তনু, ভাতিবে যবে,
দূর-ব্যোম-চর অমর নয়নে
মরি কিবা শোভা বিথার হবে !—
দূরতায় কৃশ বিশাল তটিনী,
যেন এক নর মুকুতামালা,
মাঝে গাঁথা স্থূল ইন্দ্রনীলমণি,
ধরণীর বুক করে উজালা।

*রাজা রন্তিদেবের গোমেধ যজ্ঞে নিহত ধেনুর চর্ম্মচ্যুত শোণিতে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি, এই প্রবাদ।

৪৮

"করিও গমন, অতিক্রমি তায়
দশপুর-ধামে, তাহার পরে,
পুর-যুবতীরা দেখিবে তোমায়
মোহন নয়নে সোহাগ করে ;—
কি ভুরুর খেলা, পক্ষ্ম-রাজি ঘন,
ডাগর আঁখিতে কি কাল তারা,
উপরে চাহিতে ঢল ঢল, যেন
সচঞ্চল কুন্দে ভ্রমর পারা।

৪৯

"পশি ছায়ারূপে ভক্তিপূত মনে
ব্রহ্মাবর্ত্তে, পরে যাইও তুমি
খ্যাত কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গনে,
সহস্র বীরের শ্মশান-ভুমি !
যেথা পার্থ ধরি গাণ্ডীব ভীষণ
ছড়াইলা ঘন বরষি শরে
শত রাজ মুণ্ড, তুমি গো যেমন
লুটাও কমলে শ্রাবন-ধারে।

৫০

"পক্ষপাত-ভয়ে না পশি সমরে,
পান্ন-সহচরী ছাড়িয়া প্রিয়া,
ছাড়ি স্বাদু সুরা, যাহার ভিতরে
রেবতীর চারু-লোচন-ছায়া,
দেব হলধর গেলেন যথায়,
সেই সরস্বতী পানীয় পিয়ে,—
বাহিরেতে কাল কিবা আসে যায়,—
কর পূত-শুভ্র ভিতর হিয়ে।

৫১

"পরে যেও, যথা কনখল-স্থানে
নাবেন জাহ্নবী নগেন্দ্র হতে,
আগমন যাঁর, যেন বা সোপানে
স্বরগে লইতে সগর সুতে ;
গৌরীর অসূয়া-ভ্রূকুটী কুঞ্চিত
তুচ্ছকরি, হাসি ফেনার হাসি,
ঊর্ম্মি-করে যিনি চন্দ্র-উদ্ভাসিত
শম্ভুজটা দাপে গ্রহিলা আসি।

৫২

"সুর-গজ প্রায়, পি'তে সেই বারি
গগনে পশ্চাত ছড়ায়ে কায়,
রহিবে যখন, শ্বেত জলোপরি
পড়ি তব ছায়া কেমন ভায়!
কাল সাদা স্রোত, মিশি বুকে তাঁর,
বহিবে অপূর্ব্ব মহিমা ধরি,
যেন অন্য স্থানে গঙ্গা যমুনার
মিলনের শোভা প্রকাশ করি।

৫৩

"মৃগনাভি-গন্ধে সুরভি-কন্দর,
পুণ্য জাহ্নবীর জনম যায়,
তুষার-ধবল হিমাদ্রি ভূধর,
আরোহিবে, সখে, যখন তায়,
শ্রম-বিনোদনে ধবল শিখরে
বসিলে, সুন্দর হইবে শোভা,
মহেশ-বৃষের শ্বেত শৃঙ্গোপরে
পঙ্কের মলিন যেমন আভা!

৫৪

"বায়ু-বিতাড়িত দেব-দারু-দ্রুমে
কর্কশ ঘর্ষণে যদিবা উঠে
দাবাগ্নি ভীষণ হিমালয়-ভূমে,
দগ্ধ-কেশ-ভার চমরী ছুটে,
শত বারিধারা বরষি তাহায়
নিবায়ো বিকট অনল-শিখে,
বিপদে আর্ত্তের হইতে সহায়
সাধুর সম্পদ জানিও, সখে।

৫৫

"বৃথা দর্পে মাতি সবেগ লম্ফনে
শরভঞ্চ গরবে যদিবা চায়
লঙ্ঘিতে তোমায় উপর গগনে,
উচিত বিধান করিও তায়;
বরষি তুমুল শিলা-বৃষ্টি-ধার
ছিন্ন ভিন্ন ক'রো তাদের দল,
মিছে-আড়ম্বর অকর্ম্মা জনার
অপমান ছাড়া কি আছে, বল।

* Unicornএর ন্যায় প্রচণ্ড-স্বভাব হিমালয়-চারী অষ্টপদবিশিষ্ট এক জাতি কাল্পনিক হরিণ।

৫৬

"শিলায় অঙ্কিত ধূর্জ্জটি-চরণ,
যোগী আনে পূজা সতত যার,
করো প্রদক্ষিণ ভক্তি-নম্র-মন,
ঘুচিয়া যাইবে কলুষ-ভার;
ভকত জনের, দরশনে তার,
পাপ তাপ দূরে পলায়ে যায়,
দেহান্তে ধরিয়া সুন্দর আকার
শিব-সহচর পদবী পায়।

৫৭

"কীচকের* রন্ধ্রে অনিল প্রবেশি
বাজিতেছে বেণু-মধুর রবে
কিন্নর-যুবতী দলে দলে মিশি
ত্রিপুর-বিজয় গাইছে সবে,
তুমি যদি কর যোগ-দান তায়
মুরজ গরজে করিয়া ধ্বনি
কন্দর-মাঝারে, শঙ্কর পূজায়
সম্পূর্ণ সংগীত হইবে, গণি।

---

* ছিদ্র-পূর্ণ একজাতি বংশ। ছিদ্রে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশী-ধ্বনির ন্যায় শব্দ হয়। উড়িষ্যান্তর্গত খুড়দার গিরিপ্রদেশে এই প্রকার বংশ আছে।

৫৮

"উত্তরে যাইতে, ছাড়ি গিরিবরে,
হতে হবে সেই বিবর পার,
ক্রৌঞ্চ নাম যার; ভৃগু-পতি-শরে
খনিত,*—(তাঁহার যশের দ্বার);—
মানস হংসের যাহে আনা-গোনা;
দীর্ঘ-তনু হয়ে পশিতে তথা,
শোভিবে, করিতে বলিরে ছলনা
দীর্ঘ কাল বিষ্ণু-চরণ যথা।

৫৯

"ঊর্দ্ধে উঠি দেখ স্ফটিক কৈলাস,—
(নাড়িল রাবণ, তাহাতে শ্লথ
সানু-সন্ধি তার),—উজ্জল বিভাস,
অমর নারীর আরশি মত;
রজত তরঙ্গে জুড়িয়ে আকাশ
শৃঙ্গ শৃঙ্গোপরে উঠেছে তায়,
যেন রাশীকৃত হর অট্টহাস
জমাট বাঁধিয়ে প্রকাশ পায়।

* মহাদেবের নিকট বাণ-শিক্ষা করিয়া পরশুরাম শিক্ষার সফলতা পরীক্ষার্থে শরক্ষেপে গিরিভেদ করিয়া এই রন্ধ্র নির্ম্মাণ করেন, ও ইহার ভিতর দিয়া মানসসরোবর হইতে রাজহংসেরা গতায়াত করে, এই প্রবাদ।

৬০

"নূতন কর্ত্তিত গজ-দন্ত প্রায়
অতি শুভ্র সেই গিরির কোলে,
উজ্জল কাজল জিনি তব কায়
লগন হইয়া যখন দোলে,
ভাবি মনে, হবে অপূর্ব্ব সুষমা,
নেহারিবে লোক স্তিমিত-চোকে,
শ্যাম উত্তরীয় ধরিবে উপমা
যেন বলদেব-ধবল-বুকে।

৬১

"ভুজঙ্গ-বলয় ত্যজিয়ে শঙ্কর
গৌরী হাতে হাত বেড়ান যদি
সেই ক্রীড়া-শৈলে, যাইয়া সত্বর
করো তাঁহাদের সেবার বিধি ;
অন্তর্বাষ্প-রাশি ঘনীভূত করে,
পেতে দিও তনু সোপান-প্রায়
স্তরে বিথারি, মণিতট পরে
উঠিবেন তাঁরা মাড়ায়ে তায়।

৬২

"তব অঙ্গে কোটি কঙ্কন-ঘাতন
করিয়ে অমর-যুবতী-দল
করাবে তোমায় বারি উদ্গীরণ,
যন্ত্র-ধারে* যথা সুরভি জল;
অঙ্গনারা যদি,—ক্রীড়া-রঙ্গে ভোর,—
না ছাড়ে নিদাঘে তোমায় পেয়ে,
শ্রবণ-বিদার গরজন ঘোর
করে কাঁপাইও তাঁদের হিয়ে।

৬৩

"করো তথা পান মানসের নীর
সোনার কমল যাহাতে ভাসে,
ঢাকিও কৌতুকে ঐরাবত শির,
বস্ত্রে যেন, সেথা যদি সে আসে,
কাঁপায়ো পল্লব কল্পতরু-জাত
চারুতর সূক্ষ্ম বসন যথা,—
করি হেন নানা খেলা মনোমত
কৈলাস-শিখরে, বিহর তথা।

* গোলাব-পাস।

৬৪

"অলকা বিরাজে কোলেতে তাহারি,
গঙ্গা নীচে লুটে, বসন প্রায়,
প্রিয়-কোলে যেন মুক্ত-বাস নারী,
দেখিলেই, সখে, চিনিবে তায় ;
বরষায়, তার উচ্চ সৌধ শিখে
উড়ে মেঘমালা, কভু বা ঝরে
উজ্জল ফোঁটাতে, যেন নারী-মুখে
অলক, গ্রথিত মুকুতা-নরে।

পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

মেঘ দূত।

উত্তর মেঘ।

১

“তড়িত-তুলনা ললনা যথায়
ইন্দ্র-ধনু চিত্রগণেতে রাজে ;
গম্ভীরে গরজি, মেঘ-মন্দ্র প্রায়,
যেখানে মধুর মুরজ বাজে ;
মণি-নিরমিত, জলে মেঘ যথা ;
অভ্রে মিশি যার শিখর রয় ;
প্রতি গুণে ধরে তোমারই প্রথা
যে পুরীর হেন প্রাসাদ-চয় ;

২

“যেথা রমণীরা সাজে নানা ফুলে,
অলকেতে কুন্দ, কমল করে,
লোধ-ফুল-রেণু মাখিয়া কপোলে
কিবা মনোলোভা সোনালি ধরে,
সাজায় কবরী বসন্ত-মুকুলে,
চারু কাণে মৃদু শিরীষ ভার,
সীমন্তের পাশে নীপ-কুঁড়ি দুলে
আগমনে তব জনম যার ;

৩

"যেথা, মত্ত অলি গুঞ্জরিয়া জুটে
তরু হাসে যথা কুসুমে সাজি,
কমলিনী রাণী সদা রহে ফুটে
মরাল-মেখলা-শোভায় রাজি,
পোষা শিখী সদা হরষ কেকায়
নানা-বর্ণ পাখা বিথারি নাচে,
সদা হাসে চারু জোছনা যেথায়,
নাহিক আঁধার রজনী মাঝে ;

৪

"যেথা, আখিনীর ঝরে সে হরষে,
নাহি অন্য কোন কারণ তার,
নাহি তাপ, বিনা ফুল-শর-বশে,
প্রিয়-সমাগমে হরণ যার,
নাহিক বিরহ, বিনা মান-ভরে,—
সাধের কণ্টক পীরিতি-ফুলে,—
নাহি অন্য বয়ঃ নারী কিম্বা নরে,
বিনা সে যৌবন ধনেশ-কুলে ;

৫

"যেথা, যক্ষ চারু প্রিয়া লয়ে পাশে,
মণিময় ছাদে, সুখেতে ভাসি,
শত-তারা-বিম্ব যার পর হাসে,
ছড়ায়ে জ্যোতির কুসুম রাশি,
কল্প-বৃক্ষ-জাত মধুর আসব
'রতি-ফল'-পানে হয় বিভোল,
যবে অনুকরি গরজন তব
উঠে মৃদঙ্গের গভীর রোল;

৬

"যেথা, মন্দাকিনী-প্রবাহিণী-তীরে,
মন্দারের শ্রেণী বিতরে ছায়,
জল-কণা-শীত সুরভি সমীরে
পরশি জুড়ায় তাপিত কায়,
অমর-প্রার্থিত বালিকারা খেলি
যথা 'গুপ্তমণি,' হরষে মাতে,
কনক বালুতে রত্ন ছুড়ে ফেলি,
পুনঃ খুঁজি খুঁজি কে পায় হাতে;

৭

"যেথা, বিম্বাধরা অঙ্গনা লইয়ে
প্রিয়তম রঙ্গ কতই করে,
বসনের কসি ক্ষিপ্রে খসাইয়ে,
কাড়ি লয় তায় সোহাগ ভরে,
কুঙ্কুম-ক্ষেপনে লজ্জা-বিহ্বলা
উচ্চ দীপ যদি নিভাতে চায়,
কিন্তু সে আলো যে রতনে উজলা,
সে চেষ্টা তাহার বৃথায় যায় ;

৮

"যেথায়, যখন গভীর রজনী,
মেঘ-মুক্ত শশী সুষমা ধরে,
তন্তু-জালে বাঁধা চন্দ্রকান্ত-মণি
কৌমুদী-পরশে সলিল ঝরে ;
পতির প্রমত্ত ঘন আলিঙ্গনে,
বিলাসের ক্লেশে, অলস-কায়
রমণীরা লয়ে সে সলিল-কণে
দেহ অবসাদ জুড়ায় তায় ;

৯

"যেথা, উষাকালে, রমণী-ভূষণ
  পথে পথে কত ছড়ায়ে আছে,
দেখায়ে যে পথে করিল গমন
  নিশীথে কামিনী প্রিয়ের কাছে,—
ত্বরিতে স্খলিত অলক-মন্দার,
  মুক্তাজাল, ছাড়ি কবরী-মূল,
ভরা বুক হতে ছিন্ন-সূত্র হার,
  কনক কমল—কাণের দুল!

১০

"যেথা, সৌধ-শিরে কক্ষমাঝে পশি
  নবীন জলদ বায়ুর সাথে,
সলিল-কণায় আলেখ্য পরশি,
  প্রদানি কলঙ্ক কালিমা তাতে,
নিজ দোষ বুঝি পলাইতে, যেন
  হৃদয়-তরাসে শিথিল-কায়,
ধরি অন্যরূপ,—ধূমরাশি হেন,—
  বাতায়ন-পথে বাহিরি যায়;

১১

"যেথা, লক্ষপতি যক্ষ যুবাগণে,
(অনন্ত রতন ভবনে যার),
'বৈভ্রাজ্য' নামেতে বহিরুপবনে
সুখে প্রতিদিন করে বিহার ;
ভ্রমণে সঙ্গিনী অপ্সরী রূপসী,
ছাড়ে কল-কণ্ঠে মধুর তান
কিন্নর-যুবতী, গায় সবে মিশি
যবে ধনপতি-যশের গান ;

১২

"যেথা, স্মরহর-নিবাস-কারণ,
স্মরিয়ে কঠোর অতীত তাপ,
ভয়েতে অনঙ্গ করেনা ধারণ
ভ্রমরের-ছিলা কুসুম-চাপ ;
নয়ন-ভ্রুভঙ্গে চতুরা কামিনী
কিন্তু, গো, হানে যে বিলাস-ঠার,
প্রণয়ী-হৃদয়ে ফুল-শর জিনি
বাজে সে,—সন্ধান অমোঘ তার ;

১৩

“যেথা, কল্পবৃক্ষ,—এক তরু-রাজ,—
নারী-দেহ-ভূষা প্রসবে যত,—
বিচিত্র বসন; কুসুমের সাজ,
রতন-সুষমা ভূষণ মত;
সুস্বাদু মদিরা, যাহে ঢল ঢল
যক্ষ-বনিতার চটুল আঁখি;
লাক্ষারস, যাহে চরণ-কমল
ধরে চারু শোভা গোলাপ মাখি;

১৪

“সেই অলকায় আমার আগার,
ধনেশ-গৃহের উত্তর পাশে,
চারু ইন্দ্রধনু-তোরণ তাহার
বহুদূর হতে নয়নে ভাসে;
মন্দারের চারা সম্মুখে রোপিত,
সুত-স্নেহে প্রিয়া পালিল তায়,
ফুল-গুচ্ছ-ভারে শিশু-তরু নত,
কর-প্রসারণে পরশা যায়।

১৫

“সরোবর-ঘাটে মরকত-শিলে
নির্ম্মিত সোপান-উজল-থর,
হেম পদ্ম ফুটে চেয়ে আছে জলে
বৈদূর্য্য-রচিত নালের ’পর ;
বিহরে সলিলে রাজহংসগণ,
নাহি চায় যেতে ছাড়িয়া তায়
নিকট মানসে, করি দরশন
গ্রীষ্ম-শেষে যবে জলদ ভায়।

১৬

“রাজে ক্রীড়া-শৈল সরসীর কূলে,
চারু ইন্দ্রনীলে রচিত চূড়া,
কনক কদলী ঘিরে পাদ-মূলে
উজল কেমন রচেছে বেড়া ;
প্রিয়া-প্রিয়তট, তাই আকুলিত
মনে সেই গিরি সদাই আসে,—
ওই তব তনু দামিনী-জড়িত
তারি সুষমায় নয়নে ভাসে।

১৭

"কুরবকে ঘেরা মাধবী নিকুঞ্জ,
আছে দুটি তরু নিকটে তার,—
রক্তিম অশোক চল-ফুল-পুঞ্জ,
বকুল ঢালিছে সুরভি-ভার ;
লভিতে চরণ-পরশ প্রিয়ার
একটির আশা, আমার মত,
পাইলে আস্বাদ মুখ-মদিরার*
অন্যটিতে ফোটে কুসুম শত।

১৮

"তার মাঝে পীঠ, স্ফটিকে গঠন,
স্বর্ণ-স্তম্ভ তায় অনতি-স্থূল,
কচি বংশ সম নধর-বরণ
রতনেতে বাঁধা তাহার মূল ;
বিশ্রামের তরে আসি, দিন গেলে,
বসে তায় শিখী, তোমার সখা,
কান্তার বলয়-সুনিক্কণ-তালে
নাচে সে পুলকে ছড়ায়ে পাখা।

* যুবতীর চরণাঘাতে অশোক, ও মুখোৎসৃষ্ট মদিরায় বকুল, প্রস্ফুটিত হয়, এই কবি-প্রসিদ্ধি।

১৯

"সখা হে, কহিনু যে সব লক্ষণ,
যতনে সে সব রাখিও মনে,
আরো দেখো, স্থির-নিশ্চয়-কারণ,
শঙ্খ পদ্ম আঁকা দ্বারের কোণে ;
কিন্তু, অনুমানি, বিহনে আমার,
ম্লান-কান্তি এবে ভবন, হায়,
রবি অস্তাচলে পশিলে কি আর
সে বিমল শোভা কমলে ভায় !

২০

"দ্রুতগতি হেতু, করী-শিশু-কায়া
ধরি, যাও ত্বরা সে মোর গেহে,
ধরে যার চূড়া কম নীল ছায়া
ক্রীড়া-শৈলে সেই রাখিও দেহে ;
খদ্যোত-রচিত অস্থির চাঁদিনী
অনুকরি, মৃদু ছড়ায়ে তেজে,
প্রকাশি নয়নে ধীর সৌদামিনী
দেখিও চাহিয়ে ভবন-মাঝে।

২১

"শরীর-লতিকা জড়িত-সুষমা,
দশন মুকুতা, অধর ভায়
যিনি পক্ক বিম্ব, সুকৃশ-মধ্যমা,
নয়ন চকিত-হরিণী প্রায়,
নিতম্বের ভরে মন্দ-গমনা,
স্তন-ভারে যেন ঈষৎ নতা,
সৃজন-বিধানে প্রথম রচনা
যে নারী-রতনে হেরিবে, তথা,

২২

"জীবন-রূপিনী সেই সে আমার,
একা চক্রবাকী বিরহে মোর,
কথাটী মুখেতে ফুটেনাক তার,
মরম-যাতনা এমনি ঘোর!
আহা, মরি, ভাই, বিষাদ-মথনে
সে রূপের ছটা আর কি আছে,
বুঝিবা নিশিতে শিশির দলনে
নলিনীর মত শুকায়ে গেছে!

২৩

"দেখিবে নিশ্চয় প্রেয়সী আমার
কেঁদে ফুলায়েছে যুগল আঁখি,
তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাসে অধর সুধার
শুকায়েছে তার, বিষাদ মাখি,
করতল 'পরে রেখেছে বদন
আধ ঢাকা যাহা ছড়ান কেশে,
শোভিতেছে মরি, শোভে গো যেমন
মলিন চন্দ্রমা তোমার পাশে!

২৪

"মাটিতে লুটিয়া হৃদি-বেদনায়
ডাকিছে বা দেবে করুণা তরে,
এই শীর্ণ তনু আঁকি কল্পনায়
দেখে অনিমেষে প্রণয়-ভরে;
মধুর-বচনা পিঞ্জরের সারি,
জিজ্ঞাসে বা তায় কাতর স্বরে,—
'পাখি ওরে, তুই মোর মত নারী,
প্রিয়তমে তোর পড়ে কি মনে?'

২৫

"বীণা লয়ে কোলে মলিন-বসনা
ভুলিতে বা ব্যথা ধরেছে গান,
সে প্রিয় সঙ্গীতে উৎসুক রসনা,
যাহাতে জড়িত আমার নাম,
ভিজে বীণা-তন্ত্রী নয়ন বারিতে
টানিয়া বাঁধিল আবার তায়,
যতনে মূর্চ্ছনা স্মরণ করিতে,
আবার মূর্চ্ছনা ভুলিল, হায়!

২৬

"দ্বারে শুষ্ক মাঙ্গলিক পুষ্পহার
পেড়ে ভূমে, ফুল গণিয়া তায়,
করিছে গণনা বিরহের আর
কত মাস আছে, ক মাস যায়;
জাগ্রত স্বপনে দেখিছে বা যেন
আমি দাঁড়াইয়া তাহার পাশে,—
বিরহ-বিধুরা রমণীরা হেন
রহে মন বাঁধি প্রিয়ের আশে।

২৭

"এটি ওটি করি দিনের বেলায়
ভুলে কথঞ্চিৎ বিরহ-জ্বালা,
কিন্তু, ভাবি মনে, রজনীতে, হায়,
সহে নিদারুণ বেদনা বালা ;
সান্ত্বনিতে তারে মম বার্ত্তা দিয়ে
পশিবে যখন জানালা কাছে,
দেখিবে যে সতী নিদ্রা তেয়াগিয়ে,
নিশীথে মাটিতে পড়িয়া আছে।

২৮

"একটি পাশেতে বিরহ-শয়নে
মিশায়ে বা আছে শীরণ কায়া,
যেন, গো, পূরব গগণের কোণে
কলা-মাত্র-শেষ চাঁদের ছায়া ;
যে রজনী ভোর হতো মোর সনে
ললিত প্রমোদে ক্ষণেক প্রায়,
কাটায় ফেলিয়ে তপ্ত অশ্রু-কণে,—
সে নিশি যেন না পোহাতে চায় !

২৯

"তৈল বিনা রুক্ষ অলক-কুন্তল
পড়ে আলু থালু কপোল দেশে
উড়িছে কাঁপিয়ে, পল্লব-কোমল-
অধর-শুকানো গভীর শ্বাসে !
স্বপনে আমার মিলনের আশে
ঘুমাইতে চায় প্রণয়-মই,—
বোজেনা ত আঁখি, ফেটে জল আসে,—
অবকাশ তাহে ঘুমের কই !

৩০

"বাঁধিল যে বেণী, ফেলে ফুল-মালা,
কঠোর বিরহ-প্রথম-দিনে,
শাপ-শেষে আমি, ভুলে তাপ জ্বালা,
খুলিব যাহায় হরষ মনে,
কঠিন-পরশ অমসৃণ, হায়,
লুটায় সে বেণী বদন 'পরি,
অকর্ত্তিত নখে সরাইছে তায়
আনমনা ভাবে, আমরি মরি !

৩১

"বাতায়নে যবে চন্দ্র-কিরণ
  অমিয় বরষে রজত-ধারে,
প্রীতির অভ্যাসে সে দিকে নয়ন
  প্রেরিয়ে, তখনি ফিরায় তারে,
ঢাকিবারে নীর বিষাদ-উত্থিত
  বুজিতে গো পাতা, শোভিছে যেন,
ফুটন্ত আধেক আধ নিমীলিত
  মেঘলায় স্থল-নলিনী হেন!

৩২

"সেই কম তনু ভূষণ-বিহীন,
  সেই কৃশ কায় বিরহ-দাহে,
মরম-বেদনে শয্যায় মলিন
  যেন মিশাইয়ে রয়েছে তাহে,—
হেরে দশা তার, ফেলিবে নিশ্চয়
  নব-জল-অশ্রু,—করুণা-ধারা,—
দয়াতে গঠিত যাদের হৃদয়,
  পর-বেদনায় কাতর তারা।

৩৩

"জানি বাসে ভাল সে মোরে যতনে,
জানি আমি-ময় পরাণ তার,
প্রথম-বিরহে, তাই, ভাবি মনে,
সহে এ বিষম যাতনা-ভার ;
প্রণয়-বিশ্বাস-উচ্ছাসিত বুকে
একটিও কথা বাড়াই নাই,
এখনিত সব আপনার চোকে
রঞ্জিত কি সত্য দেখিবে, ভাই।

৩৪

"সূচিয়া মঙ্গল তব আগমনে
নাচিবে তাহার হরিণ-আঁখি,
সলিল-ভিতরে মীন-সঞ্চরণে
সরোবরে যথা কমল, দেখি ;—
অঞ্জন-বিহীন, এলো চুলে ঢাকা
সে চোকে অপাঙ্গ খেলেনা আর,
মধুপান বিনা, সে আবেশ-মাখা
বিলাস-ভুরুতে নাহিক তার !

৩৫

"নাচিবে সুচারু বাম উরু তার
গৌর সরস-কদলী মত,
আর ত তাহাতে মুকুতা-বাহার
নাহিক,—দেবতা কঠিন এত !—

* * * *
* * *

* * * *
* * *

৩৬

"খেদ-ক্লান্তি-বশে যদি সে সময়ে
ঘুমায়েছে দেখ প্রেয়সী মোর,
ক্ষণেকের তরে নিসাড়া হইয়ে
থেকো, করিও না গরজ ঘোর ;
পেয়েছে বুঝিবা স্বপন-আয়াসে
প্রাণনাথে তার, বেঁধেছে তায়
জড়াইয়া কণ্ঠ ভুজলতা-পাশে,—
সে বাঁধা যেন না খুলিয়া যায় !

৩৭

"নিজ-জল-কণা-শীতল অনিলে
পরশি তাহায় জাগায়ো, পরে,
জাগাও যেমন মালতী-মুকুলে,
কোমল বদনে বিষাদ হরে;
বাতায়নে মৃদু দামিনী-কম্পন
দেখিবে সে যবে স্তিমিত চোকে,
সুধীর মন্দ্রনে ঝরিয়ে বচন
বলো এ বারতা তাহারে, সখে।—

৩৮

" 'পতির বান্ধব, আমি জলধর,
ওগো অবিধবে, এসেছি হেথা,
তার বার্ত্তা লয়ে তোমার গোচর,
শুনাতে তোমাকে তাহারি কথা!
জানে ভাল মোরে বিরহিনী যারা;
গরজ-গম্ভীর আমারি ধ্বনি
শুনিয়া প্রবাসী পতি আসে ত্বরা
খুলিতে তাদের বিরহ-বেণী।'

৩৯

"পবন-তনয়ে জানকী যেমন,
শুনি এ সম্ভাষ তোমার পানে
চাহিবে, উচ্ছাস স্ফারিত-নয়ন,
সম্ভ্রমে, ব্যাকুল বিহ্বল প্রাণে ;
স্পন্দ-রহিত হৃদে তব কথা
শুনিবে মুগধা হরষে কত,—
বন্ধু-আনীত পতির বারতা
তোষে মন, প্রায় মিলন মত।

৪০

"এ মম সংবাদ, সাজায়ে বচনে,
সান্ত্বনিতে তারে বলিও কথা,—
'সতি, তব পতি বেচে আছে প্রাণে,
রামগিরি নাম ভূধর যথা ;
বিরহ সহিয়ে আছগো কেমন,
জিজ্ঞাসে কুশল আমার মুখে';—
নশ্বর পরাণ করিয়ে ধারণ
সদা জাগে ভয় দেহীর বুকে।

৪১

"বলো তারে,—'সখি, দেখিনু তাহায়,
শীরণ শরীর তোমারি পারা,
তব সম জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
তোমারি মতন নয়নে ধারা,
তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস তোমারি মতন,
তোমারি মতন মথিত হৃদি,—
দেহে, মনে, প্রাণে, সুদূরে মিলন,
যদিও নিবারে নিঠুর বিধি !

৪২

'সখি-বিদ্যমানে ফুটে অনায়াসে
যে সোহাগ-বাণী কহনে যায়,
পরশের লোভে ঢুলি গাল-পাশে
কানে কানে যাহা বলিত, হায়,
পড়িয়া এখন আছে দূর দেশে,—
শ্রবণ, নয়ন, চলেনা তথা,—
দেছে মম মুখে তোমার উদ্দেশে
পাঠায়ে সে বাণী—বিরহ-গাথা।

৪৩

'বলে সে,—

লতিকায় চারু দেহের গঠন,
শশধরে কম-কপোল-আভা,
চকিত-হরিণী-আঁখিতে নয়ন,
শিখি-পুচ্ছ-ভারে চিকুর-শোভা
তটিনীর ছোট বঙ্কিম তরঙ্গে
দেখি সে ভুরুর মধুর খেলা,
কিন্তু, হায়, প্রিয়ে, বিনা তব অঙ্গে
না দেখিনু একে সবার মেলা।

৪৪

মুরতি তোমার ক্রুদ্ধ মান-ভরে,
গৌরিকে আঁকিয়া শিলার গায়,
চাহিনু যখন বিহ্বল অন্তরে,
লুটাতে সে চারু কোমল পায়,
সলিলের উৎস ছুটিয়া আঁখিতে
আঁধারে ঢাকিল সে প্রিয় লেখা,—
অহো, ক্রুর বিধি পারে না সহিতে
তোমাতে আমাতে এ হেন দেখা!

৪৫

এই যে শীরণ তনু জর জর,
বাস এই দূর গিরির তটে,
সে মুখ স্মরিলে,তবু ফুল-শর
বাজে হৃদে, বেগে বাসনা ছোটে ;
নিদাঘের শেষে ওই যে দেখনা
দিগন্ত আঁধারি জলদ-রাশি,
কেমনে কাটাই, সখিরে, বল না,
দিন পর দিন ?—বিষাদে ভাসি !

৪৬

মিলন তোমার লভিয়ে স্বপনে,
শূন্যে ঘুম-ঘোরে তুলিনু কর,
বাঁধিতে তোমায় গাঢ় আলিঙ্গনে,—
বাঁধিনু বুকেতে বায়ুর থর !
হেরে মোর দশা, করুণায় গলে,
বনদেবীগণ নীরবে কাঁদে,
তরু-কিশলয়-নীহারের ছলে
ঝরে জল, স্থূল-মুকুতা-ছাঁদে !

৪৭

হিম-গিরি হতে দক্ষিণে বহিয়ে,
ওই যে খেলিছে শীতল বায়,
ভেদি দেবদারু, নির্য্যাস মাখিয়ে,
করেছে সুরভি আপন গায়,
ধরি আমি তারে ঘন আলিঙ্গনে,
ভাবি মনে মনে জুড়াবে ব্যথা,—
প্রিয়তমে, তব শরীর, আননে
পরশিয়া সে ত এসেছে হেথা।

৪৮

দীর্ঘ-যামা নিশি কেমনে পোহাবে
ত্বরিতে ফুরায়ে ক্ষণেক প্রায়,
দিবসের আলো কেমনে মিশাবে
ত্বরিতে মলিন গোধূলি-গায়,
এই চিন্তা চিতে; অসাধ্য কামনা,—
দিন রাত কালে ডুবিয়া যাক্;—
তোমার বিরহে কি ঘোর যাতনা,
কি দহনে হৃদি হতেছে খাক্!

৪৯

হৃদয়ের বলে হৃদয় বাঁধিয়ে,
কিন্তু, আশাভরে সয়েছি সব,
তুমিও, কল্যাণি, অধীর হইয়ে
ঢালিওনা শোকে পরাণ তব ;
একান্ত হরষ, সন্তাপ বিষম,
নিয়তি-শাসনে কদিন তরে,
জীবন, ঘূর্ণিত-চক্রনেমী-সম,
কভু ঊর্দ্ধে, কভূ মাটির 'পরে।

৫০

যবে বিষ্ণু ত্যজি অনন্ত-শয়ন
উঠিবেন, শাপ ফুরাবে তবে,
এ চারিটি মাস, বুজিয়ে নয়ন,
কোন মতে, সখি, কাটাতে হবে ;
পরে, যে সকল মনে অভিলাষ
দুজনে বিরহে রেখেছি গণি,
পূরাব সে সব গিয়ে তব পাশ
শরৎ-চাঁদিনী-নিশিতে, ধনি।

৫১

'আরো সে বলেছে,—

এক দিন, কণ্ঠ বাঁধা বাহু-ডোরে,

ঘুম-ঘোরে কেঁদে উঠিলে জাগি,

জিজ্ঞাসিনু তোমা চমকি অন্তরে,—

কেন কাঁদ প্রিয়ে, কিসের লাগি ?

দেখিনু স্বপনে, (বলিলে আমায়,

অন্তরের হাসি চাপিয়া মুখে),

ভুলায়ে আমারে যেন শঠতায়,

অন্য রমণীরে ধরেছ বুকে।

৫২

'এই অভিজ্ঞানে, সুনীল-নয়না,

শুভাকাঙ্ক্ষী মোরে জানিও তব,

অবিশ্বাস মম কথায় করো না,—

প্রবাদে যা রটে অলীক সব ;

মিথ্যা কথা,—স্নেহ বিরহে পালায় ;

প্রিয়ের চিন্তায় করিয়ে ভর

বাড়ে নিতি নিতি, শেষে হয়ে যায়

হৃদয় জ্বলন্ত প্রেমের থর।'

৫৩

"নব বিরহিনী সান্ত্বনি এমতে,
(প্রথম বিচ্ছেদে বিষম ব্যথা),
শিব-বৃষ-খত সে শিখর হতে
ফিরিয়ে সত্বর আসিও হেথা ;
শোকে জর জর আমারো ত প্রাণ,
প্রভাতে মলিন কুন্দের প্রায়,
তার শুভ বার্ত্তা, সহ অভিজ্ঞান,
দিয়ে, জলধর, বাঁচায়ো তায়।

৫৪

"সাধিবে কি তুমি, হে সাধু বান্ধব,
বন্ধুর এ কাজ, বলো গো তাই,
অস্বীকার হেতু তুমি যে নীরব,—
হেন কথা মনে না পায় ঠাঁই ;
তুমি ত আসার বরষ নিঃস্বনে
যবে তৃষাতুর চাতক যাচে,—
সাধুর উত্তর, যাচক-প্রার্থনে,
কথায় নহেক, সুপ্রিয় কাজে।

৫৫

"এ বিধুর প্রাণে করুণা করিয়ে,
কিম্বা বন্ধুতায়, (যে কোন ভাবে),
অনুচিত মম প্রার্থনা ক্ষমিয়ে,
এ প্রিয় কাজটি সাধিতে হবে ;
পরে, ধরি নব শোভা বরষায়,
যাও যেবা দেশ মনেতে লয়,
যেন গো তোমাতে দামিনী-লতায়
এ হেন বিচ্ছেদ কভু না হয় !"

সমাপ্ত।

THE

MEGHADUTA

Of Kalidasa

IN BENGALI VERSE

BY

B. C. MITTER, M.A., C.S.

PUBLISHED BY

S. K. LAHIRI & CO., CALCUTTA.

OPINIONS.

Mr. R. C. DUTT, C.S., C.I.E., writes:—"To say that it is the best translation into Bengali of any Sanskrit poem that I have ever seen, would scarcely convey my opinion adequately. Yours is more than a mere translation,—the lines have rhythm and cadence which charm the ear, and the beauty and sweetness and skill of your style entrance the soul of the reader. The last portion is charming too in its simplicity and easy flow of verse, and reproduces the beauty and surprising freshness and richness of Kalidasa's immortal poetry. I do not think I am mistaken in believing that this translation will make a name for you in Bengali literature."

SIR ROMESH CHUNDER MITTER, Kt., writes:—"So far as I have read the translation, it deserves all the praise bestowed upon it. . . . The cadence and the mellifluous flow of the translation are indeed charming. I wonder how you could impart to the work this charming feature and at the same time follow the text so closely as you have done. I am sanguine that it will have a lasting place in Bengali literature."

HON'BLE JUSTICE GOOROODASS BANERJEE, writes: —"I have read a good portion of the book and read it with great pleasure. The translation has the rare merit of combining a close and faithful adherence to the original with an ease and elegance of diction and a melody of versification not often found in original compositions. The work deserves a high place in our poetical literature."—*June 11, 1893.*

BABU SARODA CHARAN MITRA, M.A., B.L., Vakil High Court writes:—"The *Meghduta* of Kalidas has been translated in many languages and I know two Bengali translations of it being extant. I have no hesitation in saying that this metrical translation is decidedly superior to the other two, and in faithfulness and accuracy it surpasses all other translations either in Bengali or in the European languages. The rythm of the present translation is exceptionally nice. The only defect that strikes me is one that is unavoidable in translation from Sanskrit to any other language of the world, especially the Sanskrit of Kalidas—it has not the charm the original has as regards the solemnity of the verse, the sombre feelings it awakens and the pathetic sentiments which the very language creates. As a translation, however, the book under review is excellent."—*11th June, 1893.*

PROF. KRISHNA KAMAL BHATTACHARJEE, B.L., Vakil High Court, Principal, Ripon College writes :—"I liked it exceedingly well—its metre and its choice of words, and its simplicity of language. ......I have no doubt it should be a delightful work of poetry in Bengali."—*13th June, 1893.*

MR. B. L. GUPTA, C.S., District and Session Judge of Cuttack, writes :—" I have perused your *Meghdúta*, comparing many of the verses with the original. I close the book with a feeling of admiration for its general excellence. You have performed a very difficult task with rare skill and success : for, not only has the original text been closely rendered, but the essence and the aroma of the poetry have been well preserved. The work is conspicuous for the easy flow of language and the harmony of rhythm which characterise most of the stanzas."

BABU BANKIM CHANDRA CHATTERJEE writes :—" * * think very highly of your *Meghduta*. This saying includes every sort of detailed criticism of your work."

BABU CHANDRA NATH BOSE writes :—" I consider it a peculiar happiness that my first communication with a writer like you should be of the nature of a hearty congratulation on your masterly execution of a piece of literary work which I have always considered so difficult on account of its inexpressible delicacy. The *Meghduta* is one of our master-poet's master-pieces, as exquisite in conception as in execution, and possessed of a charm which is as true as it is noble and delicate. Merely to translate such a thing into Bengali is a service to our literature ; but to translate it with the power, the art, the skill and the insight seen in your verse, is a glory all your own."—*17th June, 1893.*

BABU RADHA NATH RAI, Inspector of Schools, Orissa Division, writes :—"I cordially congratulate you on the long-looked-for publication of your *Meghduta*. Though a translation, I consider its position in Bengali literature unique, so much so, indeed, as to entitle it to take rank with the very original productions which the language can boast of. The prelude is worthy of the text breathing as it does a soul aflame with poetical fervour. I have no doubt that the production will be life-long favourite with many a Bengali reader, that our Sanskrit readers will find it a valuable resource against many a weary hour as it will help them to realise the beauties of Kalidas all the better by a sort of reflex light which only a translation like yours is capable of shedding on the original."—*7th July, 1893.*

BABU RAJENDRA CHANDRA SHASTRI, M.A., writes:—"Your translation, as far as I can judge, has been excellent. I have seen many other translations of the *Meghaduta*; but none of them can compare to yours in point of general accuracy and literary excellence."

"THIS is a metrical version of the *Meghduta* of Kalidasa, and one of the very best, issued up to date. Such is the excellence of the composition, that though it represents a close translation of the text, stanza by stanza, readers, unacquainted with the fact, will take it as an original poem. The writer has simultaneously given evidence of his poetical powers and thorough grasp of the spirit of Kalidasa. An additional attraction is presented in the shape of a map, showing the route which the cloud messenger, is directed by the *yaksha* to take, with reference to the geographical position of the country."—*Indian mirror.*

"We have received from Mr. Baroda Charan Mitter the young and successful Settlement officer of Katak, a Bengali translation of Kalidas's immortal Meghduta, which Mr. R. C. Dutt considers to be the best translation into Bengali of any Sanskrit poem that he has ever seen. Nor is this too high praise, for Sanskrit poems as a rule cannot be well translated into any language, leave alone Bengali. Mr. Baroda Charan Mitter had therefore a difficult and arduous task before him, rendered much more difficult by translators who had preceded him and failed in their work. He has acquitted himself well, for even those who have read the lyric in original, rise from the perusal of Mr. Mitter's translation with a sense of zest and freshness which would be impossible in the case of other translations. His skilful rendering of many of the parts that would do violence to modern taste earns him the thanks of those who know the original, while the rythm and cadence is all that could be desired. A pretty prologue ushers in the work and it is fittingly dedicated to Mr. R. C. Dutt. A map of the tract supposed to be traversed by the cloud messenger materially adds to the value of the book and the get up is highly creditable. Mr. Baroda Charan Mitter, who has already made a name for himself by boldly standing out for his service, is engaged n other interesting literary works which will appear in due course."—*Hindu Patriot.*